জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)
বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd

স্মারক নংঃ এনএইচআরসিবি/ প্রেস বিজ্ঞঃ ২৩৯/১৩-১১ তারিখঃ ১৯ জুলাই ২০১৮

প্রেস বিজ্ঞপ্তি-

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের জন্য মানবাধিকার প্রশিক্ষণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম- ইউএনডিপি এর সহযোগিতায় ১৮ জুলাই ২০১৮ তারিখ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পুলিশের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের জন্য মানবাধিকার প্রশিক্ষণ বিষয়ক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নজিবুর রহমান, মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন, সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, বিপিএম (বার), মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ; জনাব সুদীপ্ত মুখার্জী, কান্ট্রি ডিরেক্টর, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি), বাংলাদেশ এবং জনাব বেনজীর আহমেদ, বিপিএম(বার), মহাপরিচালক, র‍্যাব ফোর্সেস। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক।

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, “বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী জনগণের বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনগণের বিশ্বাস অর্জন করেছে। সফলতার সাথে জঙ্গি দমন করেছে। বাংলাদেশের পুলিশ মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন। আমি মনে করি, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল দ্বারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণ আরও উপকৃত হবে। তারা আরও ভালভাবে কাজ করতে পারবে”।

জনাব নজিবুর রহমান বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রশিক্ষণের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ পুলিশের কৌশলগত পরিকল্পনা আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুলিশের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করেছেন। বর্তমানে হাইওয়ে পুলিশ, শিল্প পুলিশ, পর্যটন পুলিশ ইত্যাদি রয়েছে” । তিনি মানবাধিকার প্রশিক্ষণকে সফল করার জন্য সকল পর্যায়ের পুলিশের সাথে আলোচনা করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন।

জনাব জাবেদ পাটোয়ারি বিপিএম (বার) বলেন, “বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি লেভেলে মানবাধিকারের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে যে পরিস্থিতিতে তাৎক্ষনিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন। ম্যানুয়েলটা কনস্টেবল,

এসআই এবং এএসপি এই তিন শ্রেণীর জন্য আলাদাভাবে উপযোগী করে তৈরি করলে ভাল হবে। তাই এই তিন শ্রেণীর কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সাথে আলোচনা করে তৈরি করা হলে প্রশিক্ষণ সফল হবে।সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন দক্ষতা ও আচরণগত দিকে জোর দেওয়া"।

জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন বলেন, "মানবাধিকার একটি আপেক্ষিক বিষয়। মানবাধিকার নীতিগতভাবে সারা বিশ্বের জন্য এক হলেও প্রায়োগিক দিক থেকে এটা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। প্রতিটা দেশে অপরাধের ধরন ও একেক রকম। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অপরাধের ধরন পাল্টে যায়। পুলিশের সাথে সাথে জনগণের মাইন্ডসেট পরিবর্তন করতে হবে। বিচারব্যবস্থার সাথে যারা জড়িত তাদেরকেও মানবাধিকার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। নীতি- নৈতিকতাকে জোর দিতে হবে।"

জনাব বেনজীর আহমেদ বিপিএম(বার) বলেন, "আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ইতিমধ্যে মানবাধিকার বিষয়ক অনেকগুলো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। আমি মনে করি, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রশিক্ষণের পূর্বে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মানবাধিকারের কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তা যাচাই করা দরকার। ক্রান্তিকালে কিভাবে মানবাধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি তা এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। প্রশিক্ষণ শুধু লেকচারভিত্তিক নয় প্রায়োগিক বিষয়গুলো এর মধ্যে থাকা উচিত"

কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক বলেন, "জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ধারা ১২ (থ) অনুসারে কমিশনের অন্যতম কাজ হল আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা। কমিশন সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদসহ ক্রান্তিকালীন সময়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সফল কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। মানবাধিকার কমিশন আজকের সভায় পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মতামত নিয়ে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করবে যা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলের প্রাথমিক খসড়া পর্যালোচনা করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানবাধিকার ও আইনের শাসন সমুন্নত রেখে কাজ করার জন্য পুলিশের প্রতি যে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তা ম্যানুয়েলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।"

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল এর ওপর আলোচনা করেন মোঃ মনিরুল ইসলাম বিপিএম (বার), অতিরিক্ত কমিশনার, টেররিজম এবং ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট, ডিএমপি; হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম বিষয়ক ধারনাপত্র উপস্থাপন করেন শর্মীলা রাসুল, চিফ টেকনিক্যাল এডভাইজর, হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম- ইউএনডিপি।

ধন্যবাদান্তে,

ফারহানা সাঈদ
জনসংযোগ কর্মকর্তা
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ
মোবাঃ ০১৭৯০৫৩৬৯৩৬